ঝিনাইদহে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার (৫ এপ্রিল সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ঝিনাইদহ ব্যুরো প্রধান কে এম সালেহ, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মহেশপুর প্রতিনিধি সফিকুল ইসলাম জুয়েল । স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর প্রতিদিন জেলা প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান রাসেল ও সদর প্রতিনিধি তাপস কুণ্ডু। আলোচনা সভা শেষে অতিথিরা ৪র্থ বছর পদার্পণ উপলক্ষে কেক কাটেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, জাতি গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও জনগণের উন্নয়নে সাংবাদিকরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকেন। করোনা পরিস্থিতি ঠেকাতেই সাংবাদিকের অনেক ভূমিকা রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা বস্তুনিষ্ট সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক,প্রকাশকসহ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।

লকডাউনের খবরে হাটবাজারে মানুষের উপচে পড়া ভীড় মাঠে ভ্রাম্যমান আদালত

লকডাউনের খবে ঝিনাইদহের বিভিন্ন বিপনীবিতান, হাট-বাজারে বেড়েছে মানুষের উপচেপড়া ভীড়। কোথাও নেই সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ বিধি মানার প্রবণতা। ক্রেতারা যেমন স্বাস্থ বিধি মানছে না তেমনি দোকানীদেরও একই অবস্থা। এদিকে আজ সকাল থেকে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত দোকান খোলারাখার নির্দেশ দিয়েছে দোকান মারিক সমিতি।
রোববার সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন হাট-বাজার ও বিপনীবিতানগুলো ঘুরে দেখা গেছে, একদিকে যেমন লকডাউন তেমনি সামনে আসছে রমজান মাস। এ জন্য অনেকেই যেমন কাচা বাজার করছেন তেমনি অনেকেই আবার কিনে রাকছেন কাপড়-চোপড়।
তবে এদের কারো মধ্যেই নেই স্বাস্থ বিধি মানার প্রবণতা। শহরে কাপড় কিনতে আসা নারী আসমা বেগম জানান, শুনেছি কাল থেকে লকডাউন। কবে পরিস্তিতি স্বাভাবিক হবে জানি না। তাই আজকেই প্রয়োজনীয় কিছু কাপড় কিনে রাখলাম। অপর ক্রেতা রকি বিশ্বাস জানান, লক ডাউন কালকে থেকে শুরু।
তারপরও আবার রমজান মাস আসছে। তাই কিছু কাচা বাজার ও ছোলা-মুড়ি কিনতে আসছি। তবে স্বাস্থ বিধি না মানার বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেনি কেউ। অন্যদিকে লকডাউনের কথা শুনে হাটকাজারে মানুষের চলাচল বেড়ে যাওয়াই করোনা সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন মার্কেট ও শপিং মলে স্বাস্থ বিধি ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতে মাঠে নেমেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
সাড়ে ১১ টা থেকে অভিযান শুরু হয়ে চলে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। এসময় এক সাথে গাদাগাদি করে কেনা-কাটা করায় ও দোকানে স্যানিটাইজিং ব্যবস্থা না থাকায় দোকান মালিক সহ ২৯ জনকে বিভিন্ন অংকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েত উল্লাহ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে নিয়মিতই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।
তবে আগামীকাল থেকে লকডাউন এর কথা শুনে সাধারণ মানুষ বাইরে বেশি বের হয়েছে। যার ফলে হাট বাজার ও মার্কেট গুলোতে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতে অভিযান করছি।

ঝিনাইদহে হুমকির মুখে জনস্বাস্থ্য লক্ষাধিক নলকূপ পানিশূন্য

হুমকির মুখে পড়েছে ঝিনাইদহের জনস্বাস্থ্য। জেলার লক্ষাধীক নলকূপ মাসের পর মাস পানিশূন্য অবস্থায় রয়েছে।
পানির জন্যে চলছে হাহাকার আর মাতম। মাঠ-ঘাট, বিল-ঝিল, জলাশয়, পুকুর-নদী কোথাও নেই পানি। পানি নেই নলকূপেও। জেলার ৬টি উপজেলায় লক্ষাধীক নলকূপে এ অবস্থা বিরাজ করছে। এর মধ্যে জেলার শুধুমাত্র শৈলকুপা উপজেলাতেই ৩০ হাজার নলকূপ পানির অভাবে অকেজো হয়ে গেছে। এছাড়া সদর, কালীগঞ্জ, মহেশপুর সহ বিভিন্ন উপজেলা ঘুরে দেখা গেছে কোন নলকূপেই পানি উঠছে না। গত কয়েক মাস ধরে এ অবস্থা বিরাজ করছে। কিছু কিছু জায়গাতে পানি মিললেও চলতি মাসের শুরুতে একেবারেই পানিশূন্য সব নলকূপ ।

পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলি ক্রমেই পানি শূন্য আর গরমের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে সব নলকূপই এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এ অঞ্চলে গত ৬মাসের বেশী সময় ধরে বৃষ্টিও নেই ফলে ক্রমেই অবস্থার অবনতি অব্যহত রয়েছে। তাছাড়া কৃষকেরা জানায়, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রত্যেক শুষ্ক মৌসুমে তাদের সেচ খালগুলিতে পানি দিয়ে থাকে কিন্তু এবারে কোন ধরনের পানি ছাড়েনি প্রকল্প থেকে। সেচ খালে পানি প্রবাহ থাকলে নলকূপগুলোতেও পানির স্বাভাবিকতা কিছুটা থাকে।
তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির,গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ির নলকূপ অকেজো। ফলে একদিকে রান্না-বাড়া সহ ঘর-গৃহস্থালীর কাজে যেমন অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে অন্যদিকে গরু-ছাগল বা গৃহপালিত পশু- পাখির জন্যও পাচ্ছেনা বিশুদ্ধ পানি। এমন অবস্থায় হুমকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য। তবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছে, ব্যাক্তি উদ্যোগে যারা বাড়িতে নলকূপ বসিয়েছে তারা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়রের পরামর্শ নিয়ে নলকূপ স্থাপন করলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবে। ডিজাইন অনুসারে টিউবওয়েল না বসালে প্রত্যেক শুষ্ক মৌসুমে এটি ঘটতেই থাকবে।

দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা ঝিনাইদহে রয়েছে ৬টি উপজেলা। এগুলো হলো শৈলকুপা, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর,

হরিণাকুন্ডু ও ঝিনাইদহ সদর। জেলার ভেতর দিয়ে নবগঙ্গা, কুমার, বেগবতি, চিত্রা, কপোতাক্ষ, গড়াই সহ বেশকিছু নদনদী প্রবাহিত। তবে একমাত্র গড়াই বাদে সবই এখন মৃত, হচ্ছে ফসলের চাষ।
অনুসন্ধান ও তথ্য নিয়ে জানা গেছে, জেলার উপজেলাগুলোর ভেতরে শুধুমাত্র শৈলকুপাতেই রয়েছে ৩৭হাজার ৫শ নলকূপ। যার ভেতরে এই মুহুর্তে ৩০হাজার নলকূপ পানির অভাবে অকেজো হয়ে পড়েছে। এতে ২লক্ষাধীক মানুষের জীবনযাত্রা এখন প্রায় অচল । জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর শৈলকুপা উপজেলার কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই উপজেলাতে ৩৭হাজার ৫শ নলকুপ রয়েছে, তার মধ্যে সরকারী নলকূপ মাত্র ১৫শ, বাকী সব ব্যাক্তিমালিকানার। এসবের ভেতরে ৩০হাজারই এখন পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় এমন সংকট দেখা দিয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা জানান, উপজেলার বেশীরভাগ টিউবওয়েলে পানির সংকট শুরু হয়েছে। তাদের অফিসপাড়ার ৪টি নলকূপই অকেজো বলে জানান।

সরেজমিনে শৈলকুপার মনোহরপুর, বিজুলিয়া, হিতামপুর, পৌরসভার হাবিবপুর, কবিরপুর সহ বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, সমস্ত অগভীর নলকূপ অকেজো। গত মাসেও কিছু নলকূপে সামান্য পানি উঠলেও চলতি এপ্রিলে এসে একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে সব নলকূপ। গ্রামের দারিদ্র মানুষগুলো এমন অবস্থায় নদনদী বা দূরের কোন জলাশয় থেকে পানি এনে ফুটিয়ে তা পারিবারিক সব কাজে ব্যবহার করছে। মনোহরপুর গ্রামের গৃহবধু সাগরী, কৃষক মোকন মিয়া, বিজুলিয়া গ্রামের কৃষক ভুন্ডলে মিয়া সহ অনেকে জানান, গত কয়েকমাস ধরেই তাদের নলকূপে কোন পানি নেই।
শুধু গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে বাড়িতে নয় পানি নেই স্কুল-কলেজ, বিদ্যালয়ের নলকূপ, পানি নেই হাসপাতালের নলকূপেও। হাট-বাজার, মাঠ-ঘাটের সব জায়গাতেই একই অবস্থা বিরাজ করছে।
এমন পরিস্থিতিতে অনেক সামর্থবান মানুষ মাটখুঁড়ে তাদের নলকূপের নীচে ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করে ইঞ্জিন চালিত জলমটর বা সাবমার্সেল পাম্প বা এজাতীয় মটর স্থাপন করে নলকূপের পানি সচল রাখছে।

টিউবয়েল ব্যবসায়ী মনিনুর রহমান জানান, তাদের ঘরের শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চলে নলকূপ বসিয়ে থাকে। সাধারণত ২০ থেকে ২৪ফুট মাটির নীচে পানির লেয়ার বা স্তর পাওয়া যায় কিন্তু এখন নলকূপ স্থাপন করতে গিয়ে ৩২ থেকে ৪০ ফুট নীচে পানির লেয়ার মিলছে। তবুও পর্যাপ্ত পানি উঠছে না বলে এই ব্যবসায়ী জানান।

এমন পরিস্থিতিতে কৃষিকাজে পরিকল্পিত সেচ কার্যক্রম চালানোর উপর

গুরুত্ব দিচ্ছে সচেতন মহলের অনেকেই। মাঠে সেচকাজে ব্যাপকহারে সেচপাম্প বসিয়ে ভূগর্ভস্থ পনির অতিরিক্ত ব্যবহার করায় সংকট বাড়ছে বলে অনেকে মনে করছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে পানির স্তর উদ্বেগজনকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে বলে মতামত তাদের।

সুপেয় পনির সংকটে জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে শৈলকুপা হাসপাতালের ডাক্তার রাশেদ আল মামুন জানান, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার না করতে পারলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুকি থেকে যায়। বিশেষ করে শিশুরা ডাইরিয়া, আমাশয়, পেটেরপিড়া সহ নানা অসূখে পড়ে।
জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঝিনাইদহের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম জানান, জেলাজুড়ে কত হাজার বে-সরকারী বা ব্যাক্তি উদ্যোগে নলকূপ রয়েছে তা তাদের পরিসংখ্যানে নেই। তবে সরকারীভাবে জেলায় ৩২ হাজার নলকূপ স্থাপন করা আছে। আর এসব নলকূপে পানির স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে। তিনি জানান, বিভিন্ন ফোরামে বা সরকারের নীতি নির্ধারনী মহলে তারা জানিয়েছেন যাতে ডিজাইনমাফিক নলকূপ স্থাপনের আইন পাশ হয়। প্রকৌশলীদের পরামর্শ নিয়ে নলকূপ স্থাপন করলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট কমবে বলে তিনি পরামর্শ দেন।

ঝিনাইদহে সাবেক সেনা সদস্য’র স্ত্রীর গহনা ছিনতাই

ঝিনাইদহ শহরের হাসান ক্লিনিকের সামনে থেকে রেখা সুলতানা (৫৫) নামে এক গৃহবধুর দেড় লাখ টাকার সোনার গহনা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি উপ-শহরপাড়ার সাবেক সেনা সদস্য আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে। রেখা সুলতানা জানান, তিনি ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল এলাকা থেকে কাঁচা বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় নুর মোহাম্মদ মাষ্টারের বাড়ি গলির মধ্যে ওৎ পেতে থাকা দুই ছিনতাইকারী রেখাকে জানায় তাদের মা খুবই অসুস্থ। সাহায্য দরকার। এ ভাবে নানা নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রেখাকে হাসান ক্লিনিকের সামনে নিয়ে যায়। প্রাই দুই ঘন্টা তাকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এক পর্যায়ে রেখার কানের দুল, হাতের চুরি ও গলার হার খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। সাবেক সেনা সদস্য

আব্দুস সাত্তার জানান, তার স্ত্রীর মানসিক সমস্যা ছিল। এটা হয়তো ছিনতাইকারীরা আগে থেকেই জানতো। আর এই সুযোগটি ছিনতাইকারীরা কাজে লাগিয়ে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই ফজলুর রহমান খবর নিশ্চিত করে জানান, তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ সিসি ক্যামেরার সহায়তায় ছিনতাইকারী চক্রকে সনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা করছেন।

ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানার ও মাস্ক বিতরণ

ঝিনাইদহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে। শনবিার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের পায়রা চত্তর, পোস্ট অফিস মোড়, প্রেরনা একাত্তর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাস্ক ব্যবহার না করা, সামাজিক দুরত্ব না মানাসহ নানা অপরাধে ১৭ জনকে ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি মাস্কও বিতরণ করা হয়। ভ্রাম্যমান আদারতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েত উল্লাহ জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করছি। অভিযানকালে স্বাস্থ বিধি মানতে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

তিনশ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে গ্রেফতার

ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে পৃথক দুটি স্থান থেকে ৩০০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে কালীগঞ্জের কাদিরকোল গ্রামের আরকে ইটভাটার পাশ থেকে পিরোজপুর গ্রামের

হাতেম আলীর ছেলে সজল (৩৩), কাদিরকোল গ্রামের গঠুর মোল্লার মেয়ে মোছা: রুপালীকে (৩০) ২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান তিন রাস্তার মোড় থেকে কুষ্টিয়া ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল হোসেনরে ছেলে টুটুল মিয়া (৩৩) ও ঝিনাইদহের খাড়াশুনি গ্রামের জামাল মিয়ার মেয়ে ফাতেমা খাতুনকে (২৮) ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ২০ কেজি গাঁজা সহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান গাঁজাসহ একজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে একটি পিকআপ ভ্যান। শনিবার সকালে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের ভেটেরিনারী কলেজের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, জীবননগর থেকে ফরিদপুরে মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার ভেটেরিনারী কলেজের সামনে চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। এসময় সন্দেহ হলে একটি পিকআপ ভ্যানের গতিরোধ করলে গাড়ি ফেলে ২ জন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় ধাওয়া করে মহসীন হোসেন নামের একজনকে আটক করা হয়। পরে গাড়ী তল্লাসী করে উদ্ধার করা ২০ কেজি গাজা। জব্দ করা হয় মাদক বহনকারী পিকআপ ভ্যানটি। আটককৃত মহসীনের বাড়ি ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদি গ্রামে।

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ০৪ জন মাদক

ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের একটি আভিযানিক দল ভিন্ন ভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে কালিগঞ্জ থানাধীন কাদিপুর গ্রামস্থ আর কে ইট ভাটার পাশ থেকে আসামি ১। শরিফুল ইসলাম সজল (৩৩),পিতা- হাতেম আলী,সাং- পিরোজপুর,২।মোছাঃ রুপালী,পিতা-মৃত গফুর মোল্লা,সাং-কাদিপুর (পশ্চিমপাড়া),উভয় থানা- কালিগঞ্জ,জেলা- ঝিনাদহকে ২০০ পিস মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এব ঝিনাইদহ পৌরসভাধীন কলাবাগান হইতে কাঞ্চননগরগামী তিন রাস্তার মোড় হইতে আসমী ১। টুটুল মিয়া (৩৩),পিতা-
ইসমাইল হোসেন,সাং- ঝুটিয়াডাঙ্গা,থানা-মিরপুর,জেলা-কুষ্টিয়া,২। মোছাঃ ফাতেমা খাতুন (২৮),পিতা- মৃত জামাল মিয়া,সাং- খড়াশুনি,থানা ও জেলা ঝিনাইদহ কে ১০০ (একশত) পিস মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক করে।

ঝিনাইদহ জামে মসজিদে নামাজিদের মাঝে মাস্ক বিতরণ

ঝিনাইদহ জামে মসজিদে আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে আসা নামাজিদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। এসময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু উপস্থিত থেকে মসজিদে মাস্ক না পড়ে আসা নামাজিদের নিজ হাতে মাস্ক পড়িয়ে দেন। বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণে বিগত দিনের মত নিজে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে ঝিনাইদহে সচেতনমূলক প্রচার- প্রচারণায় নেমে পরেছেন। মাস্ক বিতরণ শেষে তিনি বলেন,ভিড়ে নয়,নীড়ে থাকুন। নিজে সুস্থ থাকুন,নিজ পরিবারকে সুস্থ রাখুন। নিজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং অন্যকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করুণ।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ পৃষ্টে স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী মিন্টু মন্ডল এর মেয়ে ও বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী উর্মি খাতুন বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, উর্মি খাতুন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে খাবার খাইতে বসে এ সময় রুমের ভেতর তাপমাত্রা বেশি থাকায় টেবিল ফ্যান টা ব্যবহার করার জন্য মাল্টিপ্লাগের লাইনটা দিতে গিয়েছিল।

এসময় মাল্টিপ্লাগের তারে উর্মি পা পড়লে তারে লিক থাকায় সে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয় এবং ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।
পরে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।